তারিখ ...14 FEB 1991 ... ...
পৃষ্ঠা... ৫ ......কলাম... ৭...

দৈনিক বাংলা

2

বই পড়া ও পাঠক সৃষ্টি

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী দৈনিক বাংলার 'সাহিত্য পাতায়' প্রকাশিত মাহবুব তরফদারের 'বই পড়া' প্রবন্ধটি যুগোপযোগী সন্দেহ নেই। লেখক ভাল বই সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। দুঃখ প্রকাশ করেছেন 'বই'র পাঠকের অভাবের জন্য।

আমি কোন লেখক নই। সাধারণ পাঠক মাত্র। বই পড়ার খুব বেশী অভ্যেস আমার নেই। তবে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে ভাল বাই'র বৈশিষ্ট ও গুণাগুণ সম্পর্কে জানবার সুযোগ হয়েছে পৃথকভাবে, এখনও আগ্রহ হারাইনি।

দেশে লেখক আছেন প্রচুর। ভাল বইও লেখা হচ্ছে। কিন্তু পাঠক তৈরির প্রচেষ্ট খুব কম লেখায়ই মূর্ত হয়েছে বলে আমার মনে হয়। এ সময় বাজার তেকে নতুন বই কিনে পড়ার আগ্রহ, সঙ্গতি উভয়ই ছিল প্রবল। নতুন বিষয়ের বই পেলে এখনও তেমন আগ্রহ জাগে বইকি। কিন্তু আমি যা বলতে চাচ্ছি, আজকাল পাঠক বোধ করি বই পড়ে তেমন আনন্দ পায় না। এর মূল কারণ বিষয়ের জটিল উপস্থাপনা। রবীন্দ্রনাথের কথায় সহজ কথা সহজ করে বলা নাকি জটিল। সে কারণেই কিনা জানি না—আজকাল বেশীরভাগ লেখার উপস্থাপনা সহজ করে বোঝার অনুকূলে নয় বলে মনে হয়।

অন্যদিকে, লেখক—সাহিত্যিকগণ তাঁদের চর্চাক্ষেত্র নিজেদের মধ্যেই সীমিত রেখেছেন। তাদের আসরে পাঠকদের স্থান নেই বললেই চলে।

রবীন্দ্র—নজরুল যুগে লেখকের সংখ্যা ছিল কম। লেখক প্রচার পেতেন লেখার মাধ্যমে। লেখায় লেখকের সন্ধান হতো। এখন লেখকের দ্বারা লেখার সন্ধান করা হয়। বর্তমানে প্রচারভিত্তিক সাহিত্য রচনার কারণে তা শুধুমাত্র লেখকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে ভাল লেখার মান নির্ধারণে বৃহত পাঠক সমাজ নয়, বৃহত লেখক সমাজই মুখ্য হয়ে উঠেছে—অভিমানী পাঠক/পড়ুয়ারা পাঠে আগ্রহ হারিয়েছে, ফলে নতুন পাঠকের সংখ্যা অন্যদিকে প্রবাহিত হয়েছে, ভিসিআর, টেলিভিশনের বদৌলতেও।

সামগ্রিকভাবে পাঠকের মর্যাদা বিবেচনার মাধ্যমে সুপাঠ্য, সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষার জটিলতাবিবর্জিত লেখার সৃষ্টি হলে 'বই'র পাঠক বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে পুস্তকের মূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রেখে রচিত সাহিত্যকে লেখকদের গণ্ডি থেকে বের হবার সুযোগ দিতে হবে, লেখক, রচনা ও পাঠকদের মধ্যে থাকতে হবে উত্তম সমন্বয়—তবেই উদ্দেশ্য সফল হবে বলে পাঠক হিসাবে আমার বিশ্বাস।

—জনৈক পাঠক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।